প্রথম আলো
মঙ্গলবার, ২৪ জুন ২০০৮, ১০ আষাঢ় ১৪১৫

ঘর পোড়া গরুর চোখে প্রাথমিক শিক্ষা এবং ব্র্যাক

সাদাসিধে কথা

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

আমার অবস্থাটা অনেকটা ঘর পোড়া গরুর মতো, তাই আকাশে সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পেয়ে যাই। যেটাকে সিঁদুরে মেঘ ভেবেছিলাম, সেটা যে এক-দুইবার লকলকে আগুনের শিখা হয়ে যায়নি তাও নয়—তাই একটু সতর্ক থাকা হয়তো খারাপ নয়। শেষ পর্যন্ত যদি দেখা যায়, লালচে আভাটা পড়ন্ত সূর্যের আভা, মোটেও লকলকে আগুনের শিখা নয়—পাঠকেরা নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করে দেবেন।

আমরা জানি, এই দেশে লেখাপড়াটা খুব ধীরে ধীরে পণ্য হয়ে যাচ্ছে। যাদের কাছে টাকা-পয়সা আছে তারা দশ জায়গা যাচাই-বাছাই করে সেটা কিনতে পারছে, সেটা দেখিয়ে দেশের ভালো ও বড় জায়গায় ঢুকে পড়ছে। যাদের টাকা-পয়সা নেই, গ্রামে-গঞ্জে থাকে তারা দূর থেকে সেটা দেখছে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। যতই দিন যাচ্ছে ততই সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা উচ্চশিক্ষায় সেটা হয়েছে, কলেজ-স্কুলে হয়েছে, তখন হঠাৎ খবরের কাগজে যদি আমরা দেখি দেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় সরকার ব্র্যাককে সম্পৃক্ত করে ফেলেছে, তখন আমরা যদি চমকে উঠি—কেউ নিশ্চয়ই আমাদের দোষ দিতে পারবে না। হতে পারে এটা সিঁদুরে মেঘ, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এনজিও সরকারের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে—আমাদের কারও ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কিংবা কে জানে হয়তো এটাও হতে পারে যে আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা বেসরকারীকরণের সুদূরপ্রসারী একধরনের ষড়যন্ত্রের এটা হচ্ছে প্রথম একটা ধাপ, এটা আগুনের প্রথম ফুলকি; এখান থেকেই লকলকে আগুনের শিখা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাটাকে গ্রাস করে নেবে। একটু খুঁটিয়ে দেখলে ক্ষতি কী?

২.

যে কারণেই হোক আমরা দেখছি শিক্ষা নিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হয় রাতের অন্ধকারে—এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আমরা বলতে গেলে প্রায় হঠাৎ করে খবরের কাগজ থেকে জানতে পেরেছি যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা ক্ষুব্ধ হয়ে ঘোষণা দিয়েছেন তাঁরা তাঁদের স্কুলে কোনো ব্র্যাক কর্মীকে ঢুকতে দেবেন না—কারণ '৩০টি উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব ব্র্যাকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে!' সত্যি কথা বলতে কী, খবরটা পড়ে আমি তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারিনি। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আলাদা একটা মন্ত্রণালয় আছে, তারা মোটামুটি ভালোই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে হঠাৎ করে কী এমন হলো যে হাল ছেড়ে দিয়ে সরকারি সব দায়দায়িত্ব ব্র্যাককে দিয়ে দিচ্ছে? আমি যখন বোঝার চেষ্টা করছি তখন খবরের কাগজে দেখলাম ব্র্যাক তাদের সবচেয়ে বড় কর্তাব্যক্তিদের নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করে সবাইকে আশ্বস্ত করে বলছে যে তারা মোটেও প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব নিয়ে নেয়নি—সরকারের সহযোগী হয়ে কিছু কিছু ব্যাপারে তাদের সাহায্য করছে মাত্র। সাধারণ মানুষকে বোঝানোর ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সেটা করতে হয় ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার আগে—ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর সেটা বোঝানো এত সহজ নয়।

আমার ধারণা, এ ব্যাপারে একটা বড় ভুল হয়েছে, সেটা হচ্ছে রাতের অন্ধকারে সিদ্ধান্ত নেওয়া। প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে একটা এনজিওকে সম্পৃক্ত করার সিদ্ধান্তটা খুব বড় একটা সিদ্ধান্ত। যে কাজটি সরকারের করার কথা, সরকার নিজে না করে সেটা যদি একটা এনজিওকে করতে দিতে চায় তাহলে তার আগে-পিছে সবকিছু চিন্তা করতে হবে। দেশের মানুষের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে, যাদের জন্য সেই সিদ্ধান্ত তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। নীতিগতভাবে এ রকম একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় কি না সেই ব্যাপারটাও দেখতে হবে। এর আগে আমরা সব সময় দেখেছি একটা সহযোগী প্রতিষ্ঠান সব সময়েই সরকারকে সামনে রেখে পেছন থেকে কাজ করে—এবার তার ব্যতিক্রম, সরকারের সঙ্গে সঙ্গে ব্র্যাক এ কাজটি করবে। কাজেই কারও সঙ্গে আলোচনা না করে এ রকম একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়াটা ঠিক হয়নি, সেই কথাটা সবাইকে স্বীকার করে নিতে হবে।

এবার আমরা আসল ব্যাপারটায় আসি। সরকার গোপনে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, কিন্তু সেই সিদ্ধান্তটি কী? এই দেশে চট করে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না, বরাবরের মতো এবারও অনেক ধরাধরি করে আমি তিনটা কাগজ উদ্ধার করেছি। প্রথম কাগজটি হচ্ছে, সংবাদ সম্মেলনে দেওয়া শিক্ষকদের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া। সেখানে তাঁরা বলেছেন এ ব্যাপারটা হচ্ছে, 'প্রাথমিক শিক্ষাকে ব্র্যাকের হাতে তুলে দেওয়ার গভীর ষড়যন্ত্র।' তাঁরা আরও বলেন, 'তাঁরা সরকারি কর্মচারী, তাই তাঁরা হবে এবং এতে প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হবে।

দ্বিতীয় কাজটি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তার তথ্য বিবরণী। তিনি 'প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত কিছু প্রশিক্ষণকার্যক্রম ব্র্যাক কর্তৃক বাস্তবায়নের' বিষয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে যে 'বিভ্রান্তির' সৃষ্টি হয়েছে সেটা দূর করার চেষ্টা করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে অনেক দেশি-বিদেশি উন্নয়নমূলক সংস্থা সরকারের সহযোগী হিসেবে কাজ করে, ব্র্যাক ঠিক সে রকম একটা সংস্থা। শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়মিত এবং চলমান শিক্ষাকার্যক্রমের কোনো ব্যাঘাত না ঘটিয়ে ব্র্যাক ২০টি উপজেলায় পাইলট ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ এবং আরও কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করবে। (শিক্ষকেরা দাবি করেছেন ৩০টি উপজেলা, সরকার বলছে ২০টি।) তথ্য বিবরণীতে খুব পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত সরকারি কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ (মনিটরিং) কিংবা তদারকির দায়িত্ব ব্র্যাককে দেওয়া হয়নি।

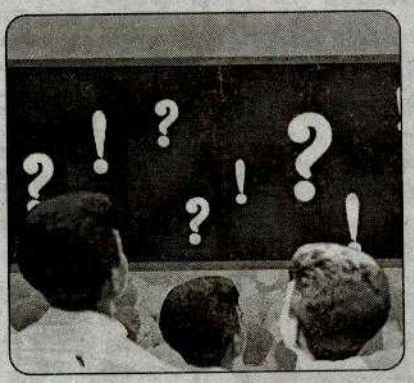

> আমার খুব স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছা করে যে এই দেশে আমরা প্রাথমিক শিক্ষাটাকে সবার আগে গড়ে তুলি। আমরা প্রাথমিক শিক্ষকদের যথোপযুক্ত সম্মান দিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করি, তাঁরা গভীর ভালোবাসা আর মমতা দিয়ে এই দেশের শিশুদের স্কুলে লেখাপড়া শিখিয়ে জ্ঞানের ভিতটুকু গড়ে তোলেন এবং এই নতুন প্রজন্ম দিয়ে আমরা আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশকে গড়ে তুলি।

এই তথ্য বিবরণী দিয়ে আমার সব সন্দেহ দূর হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সেটা না হয়ে বরং খানিকটা বেড়ে গেছে—প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে পাঠানো 'ব্র্যাক প্রস্তাবিত প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা'টি পড়ে। সেখানে 'ঞ' অনুচ্ছেদে পরিষ্কারভাবে নিচের কথাগুলো লেখা আছে: 'মনিটরিং: যেকোনো ধরনের মনিটরিংয়ের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও ব্র্যাক যৌথভাবে প্রয়োজনীয় রিপোর্ট, ফরমেট এবং Indicators নির্ধারণ করবেন। প্রতিটি মনিটরিং কার্যক্রম উপজেলা শিক্ষা অফিসার বা তাঁর প্রতিনিধি এবং ব্র্যাক যৌথভাবে পরিচালনা করবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং ব্র্যাক প্রতিনিধি যৌথভাবে প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করবেন।'

নির্দেশিকায় অত্যন্ত পরিষ্কার করে বলা আছে, সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে ব্র্যাক যাবতীয় কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করবে—অথচ তথ্য বিবরণীতে বলা হয়েছে তারা করবে না। আমি কোনটা বিশ্বাস করব! বিভ্রান্তি দূর করার জন্য তথ্য বিবরণীটা পাঠানো হয়েছে, কিন্তু অন্যদের কথা জানি না আমার নিজের বিভ্রান্তি কিন্তু বেড়ে গেছে। নির্দেশিকায় যে বিষয়টা স্পষ্ট করে উল্লেখ করা আছে তথ্য বিবরণীতে কেন সেটা অস্বীকার করা হয়েছে?

নির্দেশিকাটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লে প্রাথমিক শিক্ষকদের ক্ষোভের কারণটা অনুমান করা যায়। যদিও দাবি করা হয়েছে ব্র্যাক প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব নেয়নি, প্রশিক্ষণের ব্যাপারে সরকারের সহযোগী মাত্র, কিন্তু নির্দেশিকায় লেখা আছে ব্র্যাক বেইস লাইন সার্ভে থেকে শুরু করে সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে ওয়ার্কশপ, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, রিফ্রেশার্স কোর্স, বিদ্যালয়ের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, অভিভাবক এবং এসএমসি রিপোর্টিং করার দায়িত্ব পালন করবে। এককথায় বেতন দেওয়া ছাড়া অন্য সব বিষয়ের দায়দায়িত্ব ব্র্যাকের হাতে দেওয়া হয়েছে—প্রাথমিক শিক্ষকেরা যদি এই বিষয়টা নিয়ে দুর্ভাবনায় পড়ে যান, তাঁদের কি দোষ দেওয়া যাবে? নির্দেশিকার 'ঘ' অনুচ্ছেদে বিদ্যালয় সুপারভিশন বিষয়টি ব্যাখ্যা করার সময় লেখা আছে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা শ্রেণীকক্ষে শিখন শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন, শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন এবং উন্নয়নের রূপরেখার প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবেন। আমি যত দূর জানি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা পিটিআই ট্রেনিং নিয়ে এসেছেন, সেখান থেকে তাঁরা যেটা শিখে এসেছেন, যদি সেটা ভুলে গিয়ে সম্পূর্ণ নতুন কোনো পদ্ধতিতে তাঁদের পড়াতে বলা হয় তখন শিক্ষকেরা কী করবেন?

৩.

হতে পারে যে আমি বিষয়টা ভালো করে বুঝিনি। ব্র্যাক পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এনজিও, দেশ-বিদেশে তাদের নানা ধরনের কার্যক্রম আছে; হয়তো শিক্ষার ব্যাপারে তাদের এত বিশাল অভিজ্ঞতা যে তাদের সহযোগী হিসেবে পেলে প্রাথমিক শিক্ষার পুরো ব্যাপারটাই পাল্টে যাবে। বিষয়টা বোঝার জন্য আমি ব্র্যাকের শিক্ষাসংক্রান্ত কাজকর্মগুলো সম্পর্কে একটু খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। এই প্রথম খোঁজখবর নেওয়ার বিষয়টি হলো খুব সহজ, কারণ ব্র্যাকের একটা অত্যন্ত চমৎকার ওয়েবসাইট রয়েছে—সেই ওয়েবসাইটে প্রয়োজনীয় সব তথ্য রয়েছে।

ওয়েবসাইট থেকে আমি চমৎকার কিছু তথ্য পেয়েছি। ১৯৮৫ সাল থেকে ব্র্যাক অনানুষ্ঠানিক (NFPE) প্রাথমিক শিক্ষার কাজ শুরু করেছে। এ ব্যাপারে তাদের অভিজ্ঞতা প্রায় সীমাহীন। ২০০৪ সালে তারা অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার নাম পরিবর্তন করে রেখেছে ব্র্যাক প্রাইমারি স্কুল (BPS)। এটা হচ্ছে তাদের মূল শিক্ষাকার্যক্রম, তাদের ভাষায় যারা কখনো স্কুলে পড়ার সুযোগ পায়নি কিংবা স্কুল থেকে ঝরে পড়ে গেছে, তাদের লক্ষ্য করে এই স্কুল তৈরি হয়েছে। NCTB থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য যে নির্ধারিত কারিকুলাম আছে, ব্র্যাকের স্কুলগুলোয় চার বছরেই সেটা শেষ করে দেওয়া হয়। ব্র্যাকের ওয়েবসাইট থেকে আমি যে জিনিসটা জানতে পেরেছি সেটা হচ্ছে, তাদের বিশাল অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং সেই অভিজ্ঞতা হচ্ছে অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায়, আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় নয়।

আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় তাদের কার্যক্রম শুরু হয়েছে ১৯৯৯ সাল থেকে। তাদের এ রকম ১১টি স্কুল রয়েছে; শিক্ষাকার্যক্রম ছয় বছরের, এক বছরের প্রাক-প্রাথমিক এবং পাঁচ বছরের প্রাথমিক। প্রায় ২০০ শিক্ষক; সবাই মেয়ে, শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি। তাঁদের জন্য প্রশিক্ষণ ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা রয়েছে। আমি ব্র্যাকের অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় দেখেছি, দেখে মুগ্ধ

BRAC UNIVERSITY

Paper Clipping

আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনায় অভিজ্ঞতা তারা ২০টি উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় হয়তো ব্যবহার করতে পারত, কিন্তু একটা বিষয় জেনে আমি একটু ইতস্তত করতে শুরু করেছি। ব্র্যাক তাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে NCTB-এর বই ব্যবহার করে না, তারা ব্যবহার করে তাদের নিজস্ব ব্র্যাকের বই। যার অর্থ বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় যে প্রক্রিয়ায় লেখাপড়া করানো হয়, ব্র্যাকের সে ব্যাপারে সত্যিকারের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। অনানুষ্ঠানিক স্কুলে পাঁচ বছরের কার্যক্রম শেষ করা হয় চার বছরে—ছাত্রছাত্রী মূলধারার শিশুরা নয়। আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পাঠ্যবইগুলো ভিন্ন। যদি দেশের মূলধারার প্রাথমিক শিক্ষায় তাদের সত্যিকার অভিজ্ঞতা না থাকে তাহলে ২০টি উপজেলার কয়েক হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দায়িত্ব তারা কোন সাহসে নিতে চাইছে? আমি যদি ব্র্যাকের একজন কর্মকর্তা হতাম, তাহলে কোনোভাবেই এত বড় একটা দায়িত্ব নেওয়ার সাহস পেতাম না। আমি যে কাজ আগে কখনো করিনি—সেই কাজের দায়িত্ব কেমন করে নিই!

৪.

আমার ব্যক্তিগত ধারণা ব্র্যাকের সহযোগিতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনার কাজ শুরু করার আগে পুরো বিষয়টা দেশের সুধীজনকে নিয়ে আরও একবার বিবেচনা করে দেখার প্রয়োজন আছে। এখন যদি ব্র্যাককে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়, ছয় মাস পর অন্য একটি এনজিও বা অন্য একটি সংগঠনও তো এই দায়িত্ব নেওয়ার জন্য আগ্রহ দেখাতে পারে। যদি প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে এনজিওগুলো দায়িত্ব নিতে শুরু করে, তাহলে সরকারের অন্য প্রতিষ্ঠানগুলো কী দোষ করেছে? হঠাৎ যদি শুনি পুলিশ বাহিনীর দায়িত্ব কোনো এনজিওকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তখন আমরা কী করব? কোন কোন দায়িত্ব সব সময়েই সরকারের নিজের হাতে রাখা উচিত আর কোন কোন দায়িত্ব মাঝেমধ্যে এনজিওদের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায়, সে ব্যাপারটা কি আগে থেকে ঠিক করে রাখা উচিত নয়?

সরকারের নানা কার্যক্রম নিয়ে আমাদের অনেক অভিযোগ আছে, আমরা প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে তার অনেক কঠোর-নির্মম সমালোচনা করি। কিন্তু তার অর্থ এই নয়, আমরা সরকারকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে কোনো এনজিও বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে বসিয়ে দিতে চাই। আমরা চাই সরকারই তার দায়িত্ব পালন করুক—সঠিকভাবে। এই দেশে রাজনৈতিক দলগুলো দেশ শাসন করতে গিয়ে অনেক অপকর্ম করেছে তার অর্থ এই নয় যে রাজনৈতিক দল সরিয়ে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানকে দেশ শাসন করতে দেব—আমরা চাইব রাজনৈতিক দলগুলো পরিশুদ্ধ হোক, তারাই ঠিকভাবে দেশ শাসন করুক— সরকারের কাছে আমাদের সে প্রত্যাশা।

আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব খুব বেশি। একটা ছেলে বা মেয়ে যদি ঠিকভাবে তার প্রাথমিক শিক্ষাটা না পায়, তাহলে তার পুরো শিক্ষাজীবনটাই ওলট-পালট হয়ে যায়—কখনো ঠিক করে তারা নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারে না। আমরা চাই এই প্রাথমিক শিক্ষার ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হোক। একসময় এসএসসি পাস করেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়া যেত, এখন চাকরির এত অভাব তাই অনেক উচ্চশিক্ষিত ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়ে শিক্ষকদের একটা আলাদা গুরুত্ব আছে, আমি যেটুকু জানি সত্যি সত্যি আমাদের দেশের মেয়েরা প্রাথমিক শিক্ষার বড় একটা দায়িত্ব নিয়েছে। এই উচ্চশিক্ষিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় বেতন দিয়ে সম্মানজনক একটা অবস্থানে পৌঁছে দিতে পারলে তারা যে শুধু স্কুলে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার দায়িত্ব নিতে পারবেন তা নয়, তাঁরা স্থানীয় এলাকার মানুষের ভেতরেও একটা নেতৃত্ব দিতে পারবেন।

তাই আমার খুব স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছা করে যে এই দেশে আমরা প্রাথমিক শিক্ষাটাকে সবার আগে গড়ে তুলি। আমরা প্রাথমিক শিক্ষকদের যথোপযুক্ত সম্মান দিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করি, তাঁরা গভীর ভালোবাসা আর মমতা দিয়ে এই দেশের শিশুদের স্কুলে লেখাপড়া শিখিয়ে জ্ঞানের ভিতটুকু গড়ে তোলেন এবং এই নতুন প্রজন্ম দিয়ে আমরা আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশকে গড়ে তুলি।

কিন্তু সেই কাজটি করতে হবে সবাইকে নিয়ে, সবার সঙ্গে আলোচনা করে। রাতের অন্ধকারে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে বড় কাজ করা যায় না—সেটা বোঝা কি খুব কঠিন?

মুহম্মদ জাফর ইকবাল : অধ্যাপক, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।